বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং- ১৩ জে,

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধকল্পে আদালত প্রাঙ্গণ এবং এজলাস কক্ষে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাদুর্ভূত মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধকল্পে এবং বিচারক, আইনজীবী, আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিচারপ্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণ ও এজলাস কক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুরক্ষামূলক নির্দেশনাসমূহ সকলের অবশ্যপালনীয়। আদালত প্রাঙ্গণে সকলের সুরক্ষার নিমিত্ত উক্ত নির্দেশনার পাশাপাশি নিম্নলিখিত নিদের্শনাসমূহ সকলকে অবশ্যই যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবেঃ

১। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধকল্পে আদালত প্রাঙ্গণ এবং এজলাস কক্ষে প্রত্যেকে আবশ্যিকভাবে শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করবেন। এজলাস, সাক্ষীর ডক (Witness box) এবং কাঠগড়ার প্রয়োজনীয় অংশে গ্লাস দিয়ে পৃথক পৃথক প্রতিরোধক প্রকোষ্ঠ প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীবৃন্দ ক্ষেত্রমত সাদা শার্ট বা সাদা শাড়ি/ সালোয়ার কামিজ ও সাদা নেক ব্যান্ড/কালো টাই পরিধান করবেন।

২। জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের প্রবেশপথে এবং প্রকাশ্য স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্হা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসিন স্থাপনসহ সাবান-পানির ব্যবস্থা করবেন। আদালতে উপস্থিত প্রত্যেকে যথাসম্ভব নিজ নিজ নাক, মুখ এবং চোখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবেন।

৩। আদালত প্রাঙ্গণে ও এজলাস কক্ষে প্রত্যেককে আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক মুখাবরণ (Face Mask) এবং হাতমোজা (Gloves) পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে।

৪। অত্যন্ত জরুরি কারণ ছাড়া সকলকে আদালত প্রাঙ্গণে আসা থেকে বিরত থাকতে হবে। আদালত প্রাঙ্গন ও আদালত ভবনে প্রবেশ করার সময় প্রত্যেকের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষার ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে। আদালতে প্রবেশের মুহূর্তে কেউ শরীরে জ্বর জ্বর বোধ করলে বা কারো শরীরের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার চেয়ে বেশি, বা কোভিড-১৯ এর লক্ষণ সমূহ যেমন কাশি, শ্বাসকষ্ট, সর্দি, ঠান্ডাজনিত ঘন ঘন কাঁপুনি, পেশী ব্যথা, মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা, স্বাদ বা গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হওয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত বা কোভিড-১৯ আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে এসেছেন এমন কাউকে অবশ্যই আদালতভবনে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। এজলাস কক্ষে প্রবেশের সময় আদালতের কর্মচারী দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক তাপমাত্রা থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারক শুনানি কার্যক্রমের সময়সূচি এবং পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করবেন যাতে আদালত ভবনে ও এজলাস কক্ষে কোনোরূপ ঝুঁকিপূর্ণ জনসমাগম না ঘটে। একটি মোকদ্দমা/মামলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ এজলাস কক্ষ ত্যাগ করার পর বিচারক পরবর্তী মোকদ্দমা/মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন।

৬। একটি মোকদ্দমা/মামলার শুনানিতে প্রত্যেক পক্ষে সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন আইনজীবী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজলাসকক্ষে ৬(ছয়) জনের অধিক লোকের সমাগম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকে পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৬ (ছয়) ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। কোনো মোকদ্দমার/মামলার শুনানিতে পক্ষগণের উপস্থিতি আইনগতভাবে আবশ্যক না হলে এজলাসকক্ষে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমা/মামলায় নিযুক্ত আইনজীবী উপস্থিত থাকবেন। আদালতের বিভিন্ন শাখা এবং অফিসকক্ষে কমপক্ষে ৬ (ছয়) ফুট দূরত্ব বজায় রেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসার আসন বিন্যাস করতে হবে।

৭। জামিন শুনানি এবং আমলী আদালতে ধার্য্য তারিখের হাজিরার জন্য কারাগারে থাকা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগার হতে প্রিজনভ্যান বা অন্য কোনভাবে আদালত প্রাঙ্গণে বা এজলাস কক্ষে হাজির করার আবশ্যকতা নেই।

৮। কোভিড-১৯ হতে সুরক্ষার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনসহ শারীরিক এবং সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে বজায় নিশ্চিত করণার্থে তাৎক্ষনিক উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি বিবেচনায় বিচারক প্রয়োজনবোধে আনুষঙ্গিক যে কোন সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার/উপ পুলিশ কমিশনার কোর্ট পুলিশ পদায়ন/বদলি করার ক্ষেত্রে জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং স্বাস্থ্যবিধিসহ অন্যান্য সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

১০। আদালত প্রাঙ্গণে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানসমূহ, সরঞ্জামাদি, এজলাস কক্ষ এবং আসবাবপত্র যথাযথভাবে জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করতঃ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনে এ্যালকোহল এন্ড ক্লোরহেক্সিডিন (Alcohol and Chlorhexidine) ডিসপোজেবল এন্টিসেপ্টিক ওয়াইপ ব্যবহার করতে হবে। আদালতের নথিপত্র যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। আদালতে জনসমাগমের সাধারণ স্থানসমূহ যেমনঃ এজলাস কক্ষ, করিডোর, বারান্দা, হলওয়ে, সিঁড়ি, লিফট, বিশ্রামাগার বা জনসাধারণ সমবেত হতে পারে এমন অন্যান্য জায়গায় সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

১১। আদালত প্রাঙ্গণ এবং এজলাস কক্ষে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধকল্পে এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিচারকবৃন্দ আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

১২। আদালতে আগত এবং অবস্থানরত প্রত্যেককে এই সুরক্ষামূলক নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিচারক আদালতের এক বা একাধিক কর্মচারীকে সাহায্যকারী হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আদালত প্রাঙ্গণে সকল প্রকার দোকানপাট বন্ধ রাখতে হবে এবং কোনো ভ্রাম্যমাণ দোকানও বসতে দেয়া যাবে না।

১৩। আদালত প্রাঙ্গণে সহজেই চোখে পড়ে এমনস্থানে সুরক্ষামূলক নির্দেশনাসমূহ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪। নিজেকে কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং অন্যকে সুরক্ষিত থাকতে সহায়তা করতে হবে - এই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

স্বা/-
৩০/০৭/২০২০
(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
ফোনঃ ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইল rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪৬০ জে, তারিখঃ ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- ---------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---------- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৬। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ---------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---------- --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- --------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- ---------- (সকল)।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
১৬। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৭। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৯। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২০। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২১। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২২। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা।
২৩। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৪। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৫। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৯। পুলিশ সুপার/উপ পুলিশ কমিশনার,----------(সকল)।
৪০। নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ,----------(সকল)।
৪১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি----------(সকল)।
৪২। আইন কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয় (আইন শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৪। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৪৫। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৬। গবেষণা ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা [সংরক্ষণের জন্য]
৪৭। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৮। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৪৯। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা।
৫০। রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৫১। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

30/09/2020

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২